সমকাল-গণসাক্ষরতা অভিযান গোলটেবিল আলোচনা

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণ জরুরি

প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও মানসম্মত করতে হলে বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রকৃত জনঅংশগ্রহণ খুবই জরুরি। এজন্য এলাকাভিত্তিক তথা উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। স্কুল পরিচালনায় তৃণমূলের জনগণকে নিয়ে আসতে হবে ওয়াচডগের ভূমিকায়। ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না সেটা স্থানীয়দের জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির মধ্যে আন্তঃসমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। তবে বিকেন্দ্রীকরণের সামগ্রিক কাজগুলোকে আগে 'ম্যাপিং' করা প্রয়োজন।

গণসাক্ষরতা অভিযান ও দৈনিক সমকালের যৌথ উদ্যোগে ২৯ মে ২০১৬ তারিখে আয়োজিত 'প্রাথমিক শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সমকাল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তারা আরও বলেন, জনঅংশগ্রহণে প্রাথমিক শিক্ষার শুরু হলেও এখন এ ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণ কমছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এ ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান যে রাজনৈতিক-সামাজিক চরিত্র ও অবস্থান, তা দিয়ে স্কুলের কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষাকে সব রাজনৈতিক ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে রাখতে হবে। তবে অংশগ্রহণকারী জনগণ যখন শিক্ষানুরাগী হবে, তখনই তাদের সম্পৃক্ততায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব। জাতির মেরুদণ্ডকে শক্ত করতে হলে সবাইকেই ক্ষুদ্র রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে ভূমিকা রাখতে হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযান কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারপার্সন ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিল আলোচনার সঞ্চালনা করেন সমকালের নির্বাহী সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এডিডি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর শফিকুল ইসলাম। আলোচনায় অংশ নেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এহছানুর রহমান, সমকালের সহযোগী সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত, গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক, ইডেন মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ হান্নানা বেগম, ভার্কের নির্বাহী পরিচালক শেখ আবদুল হালিম, ইউরোপা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ জসীমউদ্দীন আহমদ, সাংবাদিক মোস্তফা মল্লিক প্রমুখ। সূচনা বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ। ডিএফআইডি'র সহযোগিতায় এ গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

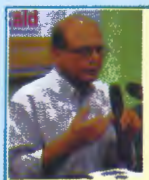

ড. মনজুর আহমদ

দুই কোটি শিশু আর চার লাখ শিক্ষকের বিশাল আয়োজন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পরিসর। রাজধানীতে বসে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একার পক্ষে এর পরিচালনা সত্যিই দুরূহ। তাই কীভাবে এখানে পরিবর্তন আনা যায়, সেটাও চিন্তা করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও মানসম্মত করতে হলে সব শিশুর কাছে পৌঁছতে হবে। এ জন্য এলাকাভিত্তিক তথা উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। বিদ্যালয়ভিত্তিক দায়বদ্ধতা, পরিকল্পনা, বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতায়ন ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ড. তোফায়েল আহমেদ

বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে এক ধরনের ভুল বোঝাবুঝি আছে। প্রাথমিক শিক্ষার কোথায় বিকেন্দ্রীকরণ দরকার, সেটা খুঁজে বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিকের সামগ্রিক কাজগুলোকে আগে 'ম্যাপিং' করতে হবে। এতদিন কোনো প্রকার ম্যাপিং না করেই অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে। ম্যাপিংয়ের পর সেখানে অর্থায়নের বিষয় আসবে। এরপর দেশব্যাপী পাইলট প্রকল্প করা যেতে পারে। স্কুলের যে কোনো ধরনের সফলতার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দিতে হবে। কারণ, তিনিই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

ভালো স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণ কেমন সে চিত্র তুলে আনতে হবে। সেটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্কুলগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহার করা যাবে। এসএমসি সদস্যদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আগে ম্যানেজিং কমিটিতে যারা ছিল, তারা নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের আশ্রয় নিত। এখন কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ অনেক বেশি স্বচ্ছ। সেখানে যোগ্য লোকেরাই নিয়োগ পাচ্ছে।

চরভাটিয়ানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগছে

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার ১৯ কিলোমিটার দূরে নদীভাঙনপ্রবণ চরাঞ্চলে অবস্থিত চরভাটিয়ানী গ্রাম। এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের নামেই বিদ্যালয়টির নামকরণ হয়েছে চরভাটিয়ানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৩৮ সালে এমদাদুল হক (ইমান মাস্টার)সহ এ গ্রামের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের উদ্যোগে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৫৮ জন এবং ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। এখানে শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যালয়টি ২ ভবনবিশিষ্ট। প্রতিদিন সকাল ৯:৩০ মিনিটে সমাবেশ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, শপথবাক্য পাঠ ও শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয় এবং একনাগাড়ে বিকাল ৪:৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে।

এই বিদ্যালয়ে পূর্বের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপস্থিতি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল এবং বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ও পাসের হার আশানুরূপ ছিল না। এসএমসিও ছিল নিষ্ক্রিয়, অভিভাবকগণও বিদ্যালয়ের কোনো খোঁজখবর নিতেন না। ফলে বিদ্যালয়টি অন্যান্য বিদ্যালয়ের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল। ২০১৩ সালে সিধুলী ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের উদ্যোগে শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক ও গ্রামের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কমিউনিটির সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট স্থাপন, খেলাধুলার সামগ্রী সংগ্রহসহ বিদ্যালয়ের সামনে বাগান তৈরি করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আপউস ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন। বিদ্যালয়ে নিয়মিত সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর আওতায় ক্রীড়ানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন ও অভিনয়ের আয়োজন করা হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশ ঘটছে ও মনোবল বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই বিদ্যালয়ে নিয়মিত মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক, এসএমসি, ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা নিজ নিজ এলাকার মায়েদের নিয়ে উঠান বৈঠক করেন। এর ফলে ছাত্র, শিক্ষক, এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের সঙ্গে অভিভাবকদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলো বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ দিয়ে সজ্জিত ও বিভিন্ন মনীষীদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আশা করা যায়, এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে আরো সাফল্য অর্জন করবে। এসএমসি, শিক্ষক, ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এলাকার সকলে এই কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করেন।

মোঃ আব্দুল হাই

কমিউনিটির উদ্যোগে প্রতিবন্ধী শিশু হাবিবা এখন স্কুলে যায়

প্রতিবন্ধী শিশু হাবিবা। তার বয়স ৯ বছর। সে এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে। শিক্ষকরা তাকে খুব স্নেহ করেন। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের সাহেবপুর গ্রাম। বিদ্যালয়ের নাম সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দেড় বছর আগে হাবিবার দিনমজুর বাবা আবু তালেব ও মা হাজেরা বেগম হাবিবাকে এই বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। কিন্তু প্রতিবন্ধিতার কারণে শিক্ষকরা হাবিবাকে প্রথমে বিদ্যালয়ে নিতে রাজি ছিলেন না। কারণ হিসেবে প্রধান শিক্ষক সাজেদুল ইসলাম জানান, হাবিবা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, তাকে শিক্ষা দেওয়ার মতো অভিজ্ঞ শিক্ষক বিদ্যালয়ে নেই। এরপরও হাবিবা প্রথম শ্রেণি পার হয়ে ২০১৬ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উঠতে সক্ষম হয়েছে। তার শ্রেণিশিক্ষক আশরাফুল ইসলাম বলেন, সে লিখতে পারে, কিন্তু বেশি সময় চুপচাপ থাকে, কথাও কম বলে। হাবিবা দ্বিতীয় শ্রেণিতে ওঠার পর সহপাঠীরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তাই সে আর বিদ্যালয়ে আসে না। এ বিষয়টি আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দৃষ্টিগোচর হয়। ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি হাজী আজিমুদ্দিন ও সদস্য মীর ফারুক হোসেন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং হাবিবার মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা করে তাকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম

সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সেলিনা পারভীন, প্রধান শিক্ষক মোঃ সাজেদুল ইসলাম, আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোঃ আজিম উদ্দীন মাস্টার ও মীর ফারুক হোসেন এবং সামনে হাবিবা

হয়েছেন। আমদহ ওয়াচ গ্রুপ সদস্যরা সব সময় নজর রাখছেন যাতে সে বিদ্যালয় থেকে আবার ঝরে না পড়ে। হাবিবার বাবা আবু তালেব কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ভূমিকায় অনুপ্রাণিত হয়ে বলেছেন তার মেয়ে আর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করবে না।

সাদ আহম্মেদ

বেইসলাইন প্রতিবেদন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

তেঘরিয়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় (৩২টি ইউনিয়নে) বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে তেঘরিয়া ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল ও সুপারিশমালা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	১,৪৩৩	১,৫১৬	২,৯৪৯	৪৮.৫৯
৬ – ১২ বছর	১,৬৯৬	১,৮১৩	৩,৫০৯	৪৮.৩৩
১৩ থেকে ১৮ বছর	১,২৭৪	১,৩৪৭	২,৬২১	৪৮.৬০
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৩,৯২৪	৩,৯৭৬	৭,৯০০	৪৯.৬৭
৪৬ থেকে ৬০ বছর	৮৪১	৯৪১	১,৭৮২	৪৭.১৯
৬০+ বছর	৩৮৭	৫৪১	৯২৮	৪১.৭০
মোট:	৯,৫৫৫	১০,১৩৪	১৯,৬৮৯	৪৮.৫৩

তথ্যসূত্র: তেঘরিয়া ইউনিয়ন খানাজরিপ, আগস্ট ২০১৪

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের আগস্ট মাসে হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার তেঘরিয়া ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী তেঘরিয়া ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৩,৭৪৯টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৩,২২৪টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ১৯,৬৮৯ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ১৮,৯১৫ জন। খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা ২০১৪ সালের জরিপে পাওয়া গেছে ৫.২৫ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৫.৮৭ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৪,৯৭৫ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ২,৪৬৬ জন এবং ছেলে ২,৫০৯ জন, যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৩,৫০৯ (মেয়ে ১,৬৯৫ ছেলে ১,৮১৪) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৩,২৯৮ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ১,৬২০ জন এবং ১,৬৭৮ জন ছেলে।

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তেঘরিয়া ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ১৩ জন। অনার্স পাস করেছেন ২১ জন, স্নাতক পাস করেছেন ৪১ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ২৯৯ জন, এসএসসি পাস করেছেন ৪৭৮ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৭৭৭ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ৬৮২ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ২,২৫৩ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ৪,৬৭৮ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এসংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের

খানাজরিপ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা

প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী তেঘরিয়া ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ২১১ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৬ জন করে রয়েছে ২ নম্বর ওয়ার্ডে। ৩ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ৩১ জন করে বিদ্যালয়ের বাইরে আছে।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	%
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	১,৬৭৭	১,৬২০	৩,২৯৮	৯৩.৯৯
বিদ্যালয়ে বহির্ভূত শিশু	১৩৬	৭৫	২১১	৬.০১
মোট:	১,৮১৩	১,৬৯৫	৩,৫০৯	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,৩৩৮	১,৩০০	২,৬৩৮	৯৪.৫২
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,৮২১	১,৭৬৩	৩,৫৮৪	৯২.৫৮
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১৬১	১৬৩	৩২৪	৩০.৪২

তথ্যসূত্র: তেঘরিয়া ইউনিয়ন খানাজরিপ, আগস্ট ২০১৪

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৩৬ (মেয়ে ১৮, ছেলে ১৮) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৩০ (মেয়ে ১৪, ছেলে ১৬) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৮৩.৩৩ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (১০০ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৭১.৬ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ১৬ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ৫.৪ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ৭ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

তেঘরিয়া ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ৮৩৩ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৩৬২ জন এবং ছেলে ৪৭১ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৮৬০ জন (মেয়ে ৪২৮, ছেলে ৪৩২)। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছেলের সংখ্যা বেশি থাকলেও তৃতীয় শ্রেণিতে মেয়ের সংখ্যা বেশি ৩১১ ছেলের বিপরীতে ৩৫৫ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। চতুর্থ শ্রেণিতে মোট ৪৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২০৫ জন ছেলের বিপরীতে ২৪৫ জন মেয়ে। পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ২৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১২৫ জন মেয়ে ও ১৩৫ জন ছেলে শিক্ষার্থী।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

তেঘরিয়া ইউনিয়নের ২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসেবে ৪৪.৮ শতাংশ। ৮টি আধাপাকা (২৭.৬ শতাংশ) এবং ৮টি কাঁচা (২৭.৬ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৪টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ১৩.৮ শতাংশ। ১৮টি (৬২.১ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ৭টি (২৪.১ শতাংশ) বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

তেঘরিয়া ইউনিয়নের ২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসেবে তা ২৪.১ শতাংশ। ১৪টি বিদ্যালয়ে (৪৮.৩ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে, এখানে পৃথক টয়লেট নেই। ৮টি (২৭.৬ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো টয়লেট নেই।

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

তেঘরিয়া ইউনিয়নে ৩,৭৪৯টি খানায় মোট ১৯,৬৮৯ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব সময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ২৮.৩ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসেবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৪.৫২ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় তেঘরিয়া ইউনিয়নের অবস্থান মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ৪,৬৭৮ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে তেঘরিয়া ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের

এরপর ১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

তেঘরিয়া ইউনিয়নে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে

মেহেরপুরের ময়ামারী ও আশরাফপুরে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের অঙ্গীকার

শিক্ষার মান উন্নয়ন, সামাজিক জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কমিউনিটি স্কোর কার্ড ইন্টারফেস সভা ১ জুন ২০১৬ তারিখে আমঝুপির ময়ামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২ জুন ২০১৬ তারিখে আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর যৌথ উদ্যোগে আমঝুপিতে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ময়ামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি মোঃ মোজাম্মেল হক এবং আমদহ ইউনিয়নে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ আবুল হায়াত। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। ময়ামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভায় বিদ্যালয়ের বর্তমান চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াদুদ। আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভায় বিদ্যালয়ের বর্তমান চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি মোঃ আজিজুল হক, শিক্ষক রুহুল আমিন। আরো বক্তব্য রাখেন নূরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইয়াছনবী ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মীর ফারুক হোসেন। এ দুটি সভার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ১০টি সূচকে বিদ্যালয়ের পরিবেশ, সহশিক্ষা কার্যক্রম, প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়ের ভর্তি, খানা পরিদর্শন, শ্রেণিকক্ষে আকর্ষণীয় পাঠদান ও পরিবেশ পরিবর্তনে এসএমসি, শিক্ষক, অভিভাবক, ওয়াচ গ্রুপ একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

মুজিবনগরের বিশ্বনাথপুর ও মহিষনগরে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ১৫ জুন ২০১৬ তারিখে এবং দারিয়াপুর ইউনিয়নের মহিষনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ১৬ জুন ২০১৬ তারিখে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এক অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোনাখালী ও দারিয়াপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে। বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভায় এসএমসি'র সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোঃ নজরুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক, বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম। মহিষনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভায় এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মোঃ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্য মোঃ আমানুল্লাহ হক, অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য এ. বি. এম. একরামুল হক। বক্তারা এ সমাবেশে অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিতকরণ, বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ, শতভাগ ভর্তি, অনিয়মিত শিক্ষকদের নিয়মিত করা ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানান।

কমিউনিটির উদ্যোগে শারীরিক প্রতিবন্ধী সেলিনা এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে

সেলিনার স্বপ্ন সে একদিন অনেক বড় হবে, লেখাপড়া শিখে শিক্ষক হবে। কিন্তু জন্ম থেকেই সে শারীরিক প্রতিবন্ধী। আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ তার বিদ্যালয়ে আসার স্বপ্নকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের দফরপুর গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়ে সেলিনা। তার বাবার নাম সেলিম আলী, মা মিনুয়ারা খাতুন। দুই বোন আর এক ভাই তারা। জন্ম থেকেই সেলিনার দুই পায়ের হাঁটু পর্যন্ত নেই। তাই হাঁটুতে ভর দিয়ে কোনোরকমে তাকে চলাফেরা করতে হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাদ আহাম্মদ ২০১১ সালে তাকে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করেন। ২০১৬ সালে সে পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা না থাকায় সেলিনা পঞ্চম শ্রেণিতে উঠার পর আর বিদ্যালয়ে আসে না। এদিকে তার

চলা-ফেরায় অনেক কষ্ট হয় দেখে পরিবার থেকেও তাকে স্কুলে যেতে তাগিদ দিতে পারেনি। বিদ্যালয়ের এক সভায় আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ বিষয়টি জানতে পারেন। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য আব্দুর রকিব, মহিউদ্দীন আহম্মদ সেলিনার মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা করে সেলিনাকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। বিষয়টি ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এ. কে. এম. তৌফিকুজ্জামানকে অবহিত করলে তিনি সেলিনার জন্য একটি হুইল চেয়ার বরাদ্দ করেন। প্রধান শিক্ষক সমাজসেবা অফিসে যোগাযোগ করে তার জন্য প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করেছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের সহযোগিতার ফলে সেলিনা এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে।

সাদ আহম্মেদ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক জামালপুরে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা, ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা ও মাদারগঞ্জ উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ২০১৫ সালের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ১৫ মে ২০১৬ তারিখে ফুলকোচা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এবং ১৬ মে ২০১৬ আপউস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি অনুষ্ঠানে

প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে মেলান্দহ উপজেলার সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ জুলফিকার আলী এবং মাদারগঞ্জ উপজেলার সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ হারুন অর রশিদ। সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে ফুলকোচা ইউনিয়নের ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি এ. টি. এম. মতলুব হোসেন বাবু এবং সিধুলী ওয়াচ কমিটির সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন। এছাড়াও ওয়াচ কমিটির সদস্য, শিক্ষক, বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী, ইউপি সদস্য ও অভিভাবকসহ ১২৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে পুরুষ ৮৩ জন এবং নারী ৪৬ জন। অনুষ্ঠানে অতিথিরা বলেন, আজকে যারা বৃত্তি পেয়েছ তারা অনেক আনন্দিত। এই আনন্দকে ধরে রাখতে হলে তোমাদের অবশ্যই আরো ভালোভাবে লেখাপড়া করতে হবে। এই সাফল্যের মাধ্যমে তোমরা অত্র ইউনিয়নের সকল শিক্ষক এবং তোমাদের অভিভাবকদেরও সাফল্যমণ্ডিত করেছ। এ দুটি অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ফুলকোচা ইউনিয়নের ১৬ জন এবং সিধুলী ইউনিয়নের ২৪ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২টি ইউনিয়নের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকসহ প্রায় ২০০ জন এই কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব এবং ৩৭টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।

ফুলকোচায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন: এসএমসি ও অভিভাবকদের যথাযথ ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ২৮-২৯ মে ২০১৬ তারিখে জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা ইউনিয়নের হাজরাবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এসএমসি ও অভিভাবকদের ভূমিকা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মেলান্দহ উপজেলার শিক্ষা অফিসার মোঃ

জুয়েল আশরাফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি এ. টি. এম. মতলুব হোসেন বাবু। ওরিয়েন্টেশনে ফুলকোচা ইউনিয়নের ৭টি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, অভিভাবক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ছিলেন পুরুষ প্রতিনিধি ২৪ জন এবং নারী প্রতিনিধি ১৬ জন। ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি বলেন, এসএমসি ও অভিভাবকদের সমন্বিত উদ্যোগ গৃহীত হলে অবশ্যই বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান উন্নয়ন হবে এবং বিদ্যালয়ের সার্বিক চিত্র পরিবর্তিত হবে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত আছে যেগুলো তাদের মধ্যে বিকশিত হবে। ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হন এবং সঠিকভাবে তা পালনের অঙ্গীকার করেন। এছাড়াও পিইডিপি ৩ কার্যক্রম, প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা, এসএমসি ও অভিভাবকদের সমন্বয়ে কীভাবে বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা জানতে পারেন।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ফাতেমা এখন সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের স্বপ্ন দেখছে

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার জোড়খালী ইউনিয়নের বারইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোছাঃ ফাতেমা আক্তার। ফাতেমা ২০১১ সালে বারইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। সে কলাদহ গ্রামের বাসিন্দা মোঃ ফিরোজ আলীর মেয়ে। তার মায়ের নাম মোছাঃ কল্পনা আক্তার। লেখাপড়ার শুরুতেই ফাতেমা বাধার সম্মুখীন হয়। কারণ, তার চোখের সমস্যা রয়েছে। ফাতেমা অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর মতো দূর থেকে দেখতে পায় না। এ কারণে সে প্রতিনিয়ত লেখাপড়া থেকে পিছিয়ে পড়ছিল। গরিব মা-বাবার এতটুকু সাধ্য নেই যে তার চোখের চিকিৎসা করাবে। অনেক বাধার মুখেও সে লেখাপড়া করতে থাকে। কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো না করার ফলে এক পর্যায়ে সে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। এমনি সময় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাছে ফাতেমার ঝরে পড়ার খবর পৌঁছায়। ওয়াচ গ্রুপের

সদস্যরা ফাতেমার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, সে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর মতো লেখাপড়া করতে পারে না। কারণ, সে চোখে ভালোভাবে দেখতে পায় না। তাকে সহায়তা করা হলে সে অবশ্যই লেখাপড়ায় ভালো করবে। অতঃপর প্রকল্পের কর্মী এবং ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বারইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ তহুরা ইয়াসমিনের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। ওয়াচ গ্রুপের অনুরোধে প্রধান শিক্ষক ফাতেমাকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নেন এবং তাকে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন। ফাতেমা এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে এবং লেখাপড়া করছে। শিক্ষকরাও তাকে লেখাপড়ায় সহায়তা করছেন। এর ফলে সে পড়ালেখায় খুবই ভালো করছে এবং সমাপনী পরীক্ষায় আরো ভালো ফল অর্জনের স্বপ্ন দেখছে।

মোঃ আব্দুল হাই

লস্করপুরে শিখন অভিজ্ঞতা জোরদারকরণ শীর্ষক কর্মশালা: ১৩টি বিদ্যালয়ে শিখন প্রক্রিয়া উন্নত করার অঙ্গীকার

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ-এর যৌথ উদ্যোগে ৮-৯ মে ২০১৬ তারিখে লস্করপুর ইউনিয়নে বিদ্যালয়ে শিখন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্বতন অভিজ্ঞতা জোরদারকরণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় ১৩টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি, এসএমসি, অভিভাবক কমিটি, ইউপি সদস্য, ওয়াচ গ্রুপ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে 'আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন' বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন এবং 'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভা আয়োজিত হয়েছে। এ কার্যক্রমের অনুসারক হিসেবে বিদ্যালয়ে শিখন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্বতন অভিজ্ঞতা জোরদারকরণ বিষয়ক দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব

করেন লস্করপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর সভাপতি মোঃ খোরসেদ আলী। কর্মশালায় সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক জামিল মুস্তাক। এই ফলোআপ কর্মশালায় বিদ্যালয়ে শিখন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ, কার্যকর শিখন প্রক্রিয়া ও সমসাময়িক ধারণা, বিদ্যমান শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহের বর্তমান অবস্থা, শিখন পরিবেশ সৃষ্টির প্রক্রিয়া, শিখন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে আমাদের ভাবনা ও করণীয়, উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই কর্মশালায় সভাপতি বলেন, লস্করপুর ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা সম্ভব হলে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে। লস্করপুর ইউনিয়নের প্রত্যেক শিশু একদিন আলোকিত মানুষ হবে।

বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ-এর যৌথ উদ্যোগে ১২ মে ২০১৬ তারিখে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার নিজামপুর ইউনিয়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ৫টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি, এসএমসি, অভিভাবক, ইউপি সদস্য, ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন নিজামপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি রাশেদা চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন নিজামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল আউয়াল তালুকদার। এতে সামাজিক নিরীক্ষা, বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন নিজামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল আউয়াল তালুকদার

সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা বলেন, এই কর্মশালা থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগালে অনিয়ম চিহ্নিত হবে এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। এসএমসি সভাপতি মোঃ শফিকুর রহমান বলেন, নিজামপুর ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে। প্রধান অতিথি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হলো শিখবে প্রত্যেক শিশুই। এ লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির ভূমিকা অপরিসীম। এ ব্যাপারে ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ও স্থানীয় কমিউনিটি খুব ভালোভাবে সহায়তা করতে পারে।

মোঃ মাহফুজুর রহমান

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে শিক্ষক সমস্যা নিরসন

শিকারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি তেঘরিয়া ইউনিয়নের পিছিয়ে পড়া একটি বিদ্যাপিঠ। ঘুঙ্গিয়াজুরী হাওরের প্রায় মাঝখানে মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এই গ্রামের বিদ্যালয়টির পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে শিক্ষকস্বল্পতা। অনেক দিন থেকে এই সমস্যা চলছে। আবার এই গ্রামের প্রায় শতভাগ মানুষ নিরক্ষর। তেঘরিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বেশ কিছুদিন থেকে এই বিদ্যালয়ের জন্য স্থায়ীভাবে শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু জেলায় শিক্ষকস্বল্পতার কারণে তা হয়ে উঠছিল না। অতঃপর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিকল্পভাবে সমস্যা মোকাবেলার উদ্যোগ নেন।

এপ্রিল মাসের ৪ তারিখ এই বিদ্যালয়ে একটি অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী যারা বর্তমানে কলেজে পড়ছে, তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়। এ সভায় সিদ্ধান্ত হয়, স্থানীয়ভাবে চাঁদা তুলে প্যারা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে এবং কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা পালাক্রমে দুইজন প্রতিদিন বিদ্যালয়ে ক্লাস নেবেন। সভায় উপস্থিত গ্রামবাসীর মধ্যে থেকে কয়েক হাজার টাকা চাঁদা

ওঠে। মে মাস থেকে একজন প্যারা-শিক্ষক ও প্রতিদিন দুইজন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়া শুরু করেছেন। শিকারপুর গ্রামের কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের এই উদ্যোগটি স্বেচ্ছায় জাতি গঠনে অবদান রাখার একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সকল ছাত্র-ছাত্রী এমনি উদ্যোগ নিয়ে যেদিন এগিয়ে আসবেন সেদিন বাংলাদেশ সত্যিই এগিয়ে যাবে।

কাজল সমাদ্দার

ভোলায় জনতার সংলাপে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের দাবি

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের দাবিতে ৩১ মে ২০১৬ তারিখে ভোলার শিল্পকলা একাডেমিতে জনতার সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন ভোলা জেলার স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পিটিআই'র সুপারিন্টেন্ডেন্ট শিরিন শবনম। গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিনের সভাপতিত্বে সংলাপের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন এডভোকেট নজরুল হক অনু। আলোচনার সারমর্ম উপস্থাপন করেন প্রথম আলো প্রতিনিধি নেয়ামত উল্যাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ৭১ টিভি প্রতিনিধি কামরুল ইসলাম, এনজিও কর্মী সাইফুল ইসলাম বাপ্পি, শিক্ষক নাহিদ মোর্শেদা, আবুল বাশার, মনির হোসেন, অভিভাবক সিমা বেগম প্রমুখ। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জেবুন্নেছা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ইছমত আরা খানম, চিলড্রেন স্পেশাল স্কুলের পরিচালক জাকিরুল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মনোয়ার হোসেন

সংলাপ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকরা অংশ নেন। এ সময় বক্তারা বলেন, প্রতিবন্ধী শিশুদের সমাজের বোঝা হিসেবে মনে না করে তাদের সহযোগিতায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য শিক্ষকদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং প্রতিবন্ধীদের উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কর্মশালা: শিক্ষার মান উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান

ভোলার লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল একাডেমিতে ৮ মে ২০১৬ তারিখে এবং ৯ মে ২০১৬ তারিখে চতলা সানমুন একাডেমিতে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা যৌথভাবে এ দুটি কর্মশালার আয়োজন করে। ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি জিয়াউল হক মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উভয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা অফিসার মোঃ মিজানুর রহমান। কর্মশালা পরিচালনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার আবদুর রউফ, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী মোঃ

হুমায়ুন কবির। প্রথম কর্মশালায় ২৯ জন পুরুষ ও ১৪ জন নারী এবং দ্বিতীয় কর্মশালায় ২৫ জন পুরুষ ও ১৬ জন নারী প্রতিনিধি অংশ নেন। বক্তারা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে বিদ্যালয়ের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির বিকল্প নেই। শিক্ষার মান উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটিগুলোর কার্যকর ভূমিকার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার ও ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব বলে তারা মনে করেন। আর এ সফলতা অর্জনে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটিকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

ভোলার তজুমদ্দিনে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ

ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। ৩০ মে ২০১৬ তারিখে চাঁচড়া ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা এ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চাঁচড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ রিয়াজ উদ্দিন। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি জামাল মেম্বারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির, নিরব মাস্টার, মধ্যচাঁচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

আঃ মান্নান প্রমুখ। কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ রিয়াজ উদ্দিন। কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে উত্তরচাঁচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোঃ জিহাদ উদ্দিন, মোছাম্মত আয়শা আক্তার, মোঃ শামিম, পঞ্চগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোঃ আকরাম, মধ্যচাঁচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুমতাহিনা রাফিয়া, তামান্না বেগম, চরলক্ষ্মী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোঃ জিহাদ।

হারুন উর রশীদ

সিরাজগঞ্জে জিপিএ ৫ ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান

এনডিপি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে ২৮ মে ২০১৬ তারিখে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়নের বাজার ভদ্রঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ৩০ মে ঝাঐল ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে ২০১৫ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৫ এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ দুটি অনুষ্ঠানে ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউনিয়নের সকল

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি'র সদস্য ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষে ঝাঐল ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল সরকার বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতে আরো ভালো ফল অর্জনের জন্য অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে তোমরা ভবিষ্যতে আরো ভালো ফল অর্জন করবে। উপস্থিত শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকসহ সকলেই উৎসাহিত হন এবং তারা ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠান উপজেলার সকল ইউনিয়নে আয়োজন করার আহ্বান জানান।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবীক্ষণ দক্ষতা উন্নয়ন ওরিয়েন্টশনে পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ

এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নে ২৫-২৬ জুন ২০১৬ তারিখে এবং ২৭-২৮ জুন ২০১৬ তারিখে কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নে শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবীক্ষণ দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনের প্রতিটিতে এসএমসি'র সদস্য, অভিভাবক, ইউপি সদস্য, ওয়াচ গ্রুপ সদস্য ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ ৩৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। রায়গঞ্জ ও কামারখন্দ উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অংশগ্রহণকারীরা পরিবীক্ষণের ধারণা, কৌশল ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং নিজ এলাকার বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভায় বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলায় ১১ জুন ২০১৬ তারিখে ভদ্রঘাট ইউনিয়নে, ১২ জুন ঝাঐল ইউনিয়নে, ১৩ জুন পাঙ্গাসী ইউনিয়নে, ১৪ জুন ধানগড়া ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দ্বি-মাসিক সভা নিজ নিজ ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এনডিপি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতেই পূর্ববর্তী সভার

রেজুলেশন পাঠ করে সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এরপর সভায় আলোচ্যসূচি অনুসারে ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে বেশি আলোচনায় আসে মা সমাবেশ নিয়মিতকরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে মায়ের ভূমিকা, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ, দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিয়মিতকরণ, আগামী জানুয়ারি মাসে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। সভায় এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মা সমাবেশে শিক্ষার মান উন্নয়নে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার

এনডিপি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে সিরাজগঞ্জের পাঙ্গাসী, ঝাঐল, ধানগড়া ও ভদ্রঘাট ইউনিয়নে মে ২০১৬ মাসে পৃথকভাবে ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর মা, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি মায়েদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। এসব সমাবেশে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কুলে ও বাড়িতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ সৃষ্টির আহ্বান জানানো হয়। সভায় বলা হয়, ছেলে-মেয়েদের শুধু লেখাপড়া শিখালেই চলবে না, সবাইকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে- এ লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে মায়েরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

মোঃ শাহ আলম সরকার

প্রাথমিক শিক্ষায় সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সচেতনতা সৃষ্টির তাগিদ

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ আয়োজনে ৯ মে ২০১৬ তারিখে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নের টেংরাকান্দি এস. এ. সবুর দাখিল মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষায় সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফুলছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এম. এ. সবুর সরকার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফুলছড়ি উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মো: শহীদুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন অত্র এলাকার শিক্ষক, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এসএমসি'র সভাপতি ও সদস্য এবং অভিভাবকরা। এই সভার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণে ধনী-গরিব ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির তাগিদ দেওয়া হয়। তাছাড়া শিশুরা কীভাবে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কী সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবীক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ আয়োজনে ১৪-১৫ মে ২০১৬ তারিখে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের কাতলামারী আফজালুর রাব্বী এবতেদায়ী মাদ্রাসায় শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবীক্ষণ দক্ষতা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে রিসোর্স পার্সন ছিলেন ফুলছড়ি উপজেলার সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ শহীদুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন গজারিয়া ইউপি চেয়ারম্যান মনোতোষ রায়, গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মোঃ শাহ আলম, শিক্ষা ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি সাজু মিয়া প্রমুখ। এতে স্থানীয় জন প্রতিনিধি, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এসএমসি সদস্য এবং অভিভাবকরা অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা কী, পরিবীক্ষণ কী এবং মানসম্মত শিক্ষা পরিমাপে মাপকাঠি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরিবীক্ষণে স্থানীয় জনসাধারণকে দক্ষ করা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় কমিউনিটির অভিগম্যতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই ওরিয়েন্টেশনের মূল উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এসএমসি ও অভিভাবকদের ভূমিকা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ১৩-১৪ জুন ২০১৬ তারিখে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রশিক্ষণ কক্ষে সাঘাটা ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্দুর গফ্ফার, পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর মোঃ আঃ বাকি, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সাঘাটা ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সদস্য, সাঘাটা এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি ও সদস্য এবং অভিভাবকরা। ওরিয়েন্টেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। আশা করা যায়, এ ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে এসএমসি ও অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

গাইবান্ধায় সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও মুক্তিনগর এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যৌথ আয়োজনে ১৮ মে ২০১৬ তারিখে সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা উদয়ন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল গফ্ফার। আরো উপস্থিত ছিলেন উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: শাহাদত হোসেন মন্ডল, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মো: নাদের হোসেন মন্ডল। এছাড়াও ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এসএমসি'র সভাপতি ও সদস্য, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রী ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় ভালো ফল করার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বছর এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

মোঃ শাহ আলম

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ও সাহস ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে আশ্রয় ফাউন্ডেশন ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন ও এর কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। শরাফপুর ইউনিয়নের ১৩টি এবং সাহস ইউনিয়নের ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ, এসএমসি মিটিং, এসএমসি ও শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে এসএমসি ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের লেখাপড়া থেকে শুরু করে যাবতীয় কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নিয়মিত বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করছেন এবং বিদ্যালয়ের সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে শিক্ষক ও এসএমসি'র সঙ্গে মতবিনিময় করে সমাধানের পরামর্শ প্রদান করছেন।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমন্বিতভাবে সমাধানের অঙ্গীকার

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে ৬ জুন ২০১৬ তারিখে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়নে এবং ১৬ জুন ২০১৬ তারিখে শরাফপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ইউনিয়নের প্রাথমিক

শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। উক্ত সমস্যা সমাধানে ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা সমন্বিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। সকলে যদি বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো নিজেদের সমস্যা মনে করে কাজ করি তাহলে এসকল সমস্যা সমাধান করা সহজ হবে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আমাদের সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের দীর্ঘ ছুটিতে লেখাপড়া অব্যাহত রাখার আহ্বান

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ১১, ১৭ ও ২১ জুন ২০১৬ তারিখে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর ইউনিয়নে এবং ২২ জুন ২০১৬ তারিখে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়। উঠান বৈঠকে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিদ্যালয়ে দীর্ঘ ছুটি থাকাকালে শিক্ষার্থীরা যাতে ভালোভাবে লেখাপড়া চালিয়ে যায় সে বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করেন। এছাড়াও বিদ্যালয় চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানানো হয়।

সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রত্যয়

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে ১৩ জুন ২০১৬ তারিখে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে এবং ২৫ জুন ২০১৬ তারিখে আমিরপুর ইউনিয়নে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এডুকেশন

স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি আজিজুর রহমান। এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন সদস্যরা এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ইউনিয়ন এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এ সভায় সকলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বনশ্রী ভান্ডারী

শিক্ষা কার্যক্রম পরিবীক্ষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কার্যকর ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা

সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ৫-৬ জুন ২০১৬ তারিখে নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরি এবং ৭-৮ জুন দুর্গাপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবীক্ষণ দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন বিরিশিরি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোঃ গিয়াস

উদ্দিন এবং দুর্গাপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি কম্প ক্রান্তি ম্রং। ওরিয়েন্টেশন দুটিতে অতিথি ছিলেন যথাক্রমে বিরিশিরি ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ রফিকুল ইসলাম রুহু ও ফারংপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শহীদুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক শাহ্ আলম ও সেরা'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম। ওরিয়েন্টেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন সেবাসমূহের সূচক চিহ্নিতকরণ, সেবাসমূহের মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ, সবার অংশগ্রহণে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বিদ্যালয়ের সার্বিক মান উন্নয়নে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন। অংশগ্রহণকারীরা বলেন, এ ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে আমরা পরিবীক্ষণের ধারণা, কৌশল ও প্রয়োজনীয়তা জানতে পেরেছি। আশা করি, এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমরা নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারব।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এসএমসি এবং অভিভাবকদের দায়িত্ব পালনে সচেতনতা সৃষ্টি

সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে ২০-২১ ও ২২-২৩ জুন ২০১৬ তারিখে নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ও হোগলা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এসএমসি ও অভিভাবকদের ভূমিকা শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সদস্য ও অভিভাবকরা ওরিয়েন্টেশনে অংশ নেন। ওরিয়েন্টেশনে অতিথি ও

রিসোর্স পারসন ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তৌফিকুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ জালাল উদ্দিন এবং আগিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম রুবেল। এতে সভাপতিত্ব করেন আগিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ রেজাউল ইসলাম কমল এবং হোগলা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ গিয়াস উদ্দিন। ওরিয়েন্টেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এসএমসি সদস্য ও অভিভাবকদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং দায়িত্ব পালনে সচেতন করে তোলা। এ ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করার পাশাপাশি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পরবর্তী শিক্ষাস্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তৌফিকুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের ওরিয়েন্টেশনে আসলে আমরা একই স্থানে বসে অল্প সময়ে অনেক বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারি। আশা করি, অভিভাবকদের হাত ধরে এবং অভিভাবকদের দেখানো পথেই পরবর্তী শিক্ষা স্তরে প্রবেশ করবে তাদের সন্তানেরা।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০ সেট স্কুল ড্রেস প্রদান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা'র সহযোগিতায় ৩ মে ২০১৬ তারিখে বিরিশিরি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় 'বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এসএমসি ও অভিভাবকদের করণীয়' শীর্ষক দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সকলের জন্য মানসম্মত, বৈষম্যহীন ও একীভূত শিক্ষা বিষয়ে বিষদ আলোচনা হয়। অন্যদের সঙ্গে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি হিসেবে বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) আইয়ুব আলী এ ওরিয়েন্টেশনে অংশ নেন। ওরিয়েন্টেশনের শেষভাগে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে বৈষম্য দূরীকরণে কে কী ধরনের কাজ করবেন এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি গরিব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০ সেট ড্রেস প্রদান করবেন বলে ঘোষণা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) আইয়ুব আলী ১ জুন ২০১৬ তারিখে নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ২০ সেট স্কুল ড্রেস প্রদান করেন এবং ৫ জনকে ১ হাজার টাকা করে মোট ৫ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অভিভাবক, সাংবাদিক, এসএমসি সদস্য ও বিরিশিরি

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) আইয়ুব আলী বৈষম্যহীন মানসম্মত শিক্ষাদানে সহযোগিতা করার জন্য সমাজের বিবেকবান, সচেতন ও উচ্চবিত্তদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মোঃ নজরুল ইসলাম

(পৃষ্ঠা ৪-এর পর)

বেইসলাইন প্রতিবেদন, তেঘরিয়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	৭	২৪.১	ব্যবহার উপযোগী	৬	২০.৭
উভয়েই ব্যবহার করে	১৪	৪৮.৩	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	১২	৪১.৪
শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য	০	০	ব্যবহারের অনুপযোগী	৩	১০.৩
টয়লেট নেই	৮	২৭.৬	বন্ধ	০	০
মোট	২৯	১০০	টয়লেট নেই	৮	২৭.৬
			মোট	২৯	১০০

তথ্যসূত্র: তেঘরিয়া ইউনিয়ন খানাজরিপ, আগস্ট ২০১৪

ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুপারিশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে এককভাবে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পক্ষকে সমন্বয় করে একযোগে কাজ করতে হবে। স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রমের মূল দায়িত্বে থাকলেও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সহায়তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে এর সফল বাস্তবায়ন বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সক্রিয়করণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল পক্ষ যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়–দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হলে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচকগুলো দৃষ্টিগোচর হবে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর প্রাণ হলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। তাদের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য তাদের যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- শিশু ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণা চালানো;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (SMC, SLIP) সক্রিয়করণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা/পরামর্শ প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে নজরদারি;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রচারণা চালানো;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলি নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেনদরবার করা।

স্থানীয় জনগণ

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কোনো কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। স্থানীয় জনগণকে যেসব কাজের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশু চিহ্নিতকরণে;
- বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- যোগ্য ব্যক্তিদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিতকরণে উদ্বুদ্ধ করে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন স্থানীয় চায়ের দোকানিদের শিশুদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- নিজ এলাকার/গ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও লেখাপড়ার মান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে।

হবিগঞ্জ সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও তেঘরিয়া ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি সৈয়দ আহমদুল হক বক্তব্য দিচ্ছেন (বামে) এবং গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও হবিগঞ্জ সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সাজিদা বেগম মতামত দিচ্ছেন (ডানে)

অভিভাবক

অভিভাবকের সচেতনতা শিশুর পড়ালেখাসহ সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। এই কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে অভিভাবকদের যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণের প্রচারণায়;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে;
- শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- শিশুর লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত অভিভাবক সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে।

জনপ্রতিনিধি

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি অন্যতম। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে 'ওয়াচ গ্রুপ' এই কমিটিকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে। যেমন-

- নিয়মিতভাবে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিতভাবে পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন চায়ের দোকানসমূহে শিশুরা যাতে টেলিভিশন দেখার সুযোগ না পায় সে বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- ভর্তি না হওয়া/ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুর অভিভাবকদের ভিজিএফ কার্ড প্রদানসহ পরিষদ থেকে অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে।

এসএমসি

বিদ্যালয়ের প্রাণ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সঙ্গে এসএমসিকে যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- এসএমসি সদস্য হিসেবে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনকরণে;
- বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে এসএসসি সভা আয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- সদস্যদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয়ের সমস্যাবলি নিয়ে এসএমসি সভায় আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, লেখাপড়ার মান ও ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে;
- বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপসহ উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবারকরণে।

শিক্ষক

শিক্ষকগণ হলেন শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি। শিক্ষকগণ উদ্ভাবনীমূলক চিন্তা-চেতনা প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারেন। তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব। এই কর্মসূচিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যেসব কাজ করা যেতে পারে:

- শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে;
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠদান পরিচালনায় উদ্বুদ্ধকরণে;
- লেখাপড়ার মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে;
- দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- নিয়মিতভাবে অভিভাবক সমাবেশ ও কার্যকর এসএমসি সভা আয়োজনে।

শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ। তাই এই কর্মসূচিতে তাদের সম্পৃক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি। যেভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (প্রাথমিক) এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যায়:

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বেইসলাইনের প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবগত করে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার মাধ্যমে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মির্জা কামরুন্নাহার

আন্তঃওয়াচ গ্রুপ শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম

৭-৯ মে ২০১৬ তারিখে এসেড হবিগঞ্জ পরিচালিত ওয়াচ গ্রুপ এলাকার শিক্ষা কর্মসূচি সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য অনুষ্ঠিত হলো আন্তঃওয়াচ গ্রুপ শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম। এই পরিদর্শন কার্যক্রমে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)-ভোলা এবং সেরা-নেত্রকোনার কমিউনিটি ওয়াচ এলাকার ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, এসএমসি, শিক্ষক এবং স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিসহ সর্বমোট ২৭ জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

পরিদর্শনকারী দলের সদস্যরা এসেড হবিগঞ্জ পরিচালিত নিজামপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপায়া ইউনিয়নের তেতৈয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। অংশগ্রহণকারীরা উপর্যুক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং মতবিনিময় থেকে অর্জিত শিখন বা উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিত করেন। পরিদর্শন অভিজ্ঞতা এবং চিহ্নিত উত্তম চর্চার আলোকে অংশগ্রহণকারীরা নিজ এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ওয়াচ কমিটি, শিক্ষক, এসএমসি এবং অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময়, বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খল এসেম্বলি আয়োজন করা, প্রতি ২ মাস পর অভিভাবক সভা এবং প্রতি মাসে একবার এসএমসি সভা আয়োজন

করা, প্রতি ৩ মাস পর শিক্ষার্থীদের হাতে আঁকা ছবি ও লেখা নিয়ে দেয়ালিকা প্রকাশ, বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান করা, বিদ্যালয়ের দেয়ালের সম্মুখভাগে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু চিহ্নিত ও ভর্তির ব্যবস্থা করা, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তির ব্যবস্থা করা, অভিযান প্রেরিত গাইডবুক অনুসারে বিদ্যালয়সমূহে নিয়মিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও খেলাধুলা প্রবর্তন করা এবং শ্রেণিকক্ষে উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করা ও উপকরণ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

মির্জা দেলোয়ার হোসেন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগ: এতবারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এখন সুরক্ষিত

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে হবিগঞ্জ জেলার তেঘরিয়া, গোপায়া, লস্করপুর ও নিজামপুর ইউনিয়নে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩ সালে এসেড হবিগঞ্জ ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের কারণে নিজামপুর ইউনিয়নের এতবারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে।

এ বিদ্যালয়ের সামনে একটি পাকা রাস্তা। পাকা রাস্তার ফলে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটে। এ বিষয়টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নজরে আসে। ওয়াচ গ্রুপ প্রথমে শিক্ষক ও এসএমসি'র সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ বিষয়টি ইউনিয়ন পরিষদকে অবগত করেন। পরবর্তীকালে এ বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য এতবারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে দেনদরবার করেন। নিজামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মহোদয় প্রধান শিক্ষক মোঃ ওহিদুজ্জামান এবং ইউপি ও এসএমসি'র সদস্য মোঃ ফজল মিয়াকে সীমানা প্রাচীর তৈরির উদ্যোগ নিতে বলেন এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়ান। অবশেষে বিদ্যালয়টির পাকা রাস্তার সামনে ১৪০ ফুট দীর্ঘ একটি সীমানা প্রাচীর তৈরি করা হয়। সীমানা প্রাচীর তৈরির ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভয় দূর হয়েছে। শিক্ষক, এসএমসি ও অভিভাবকরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। আর এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে প্রত্যাশা প্রকল্পের মাধ্যমে নিজামপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে।

মোঃ মাহফুজুর রহমান

কমিউনিটির উদ্যোগের ফলে গজেন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন যৌথ উদ্যোগে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ও সাহস ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর ফলে বিদ্যালয়ে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনিয়নের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা রয়েছে তা নিজেদের উদ্যোগে সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে। এর মধ্যে গজেন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি ছিল খেলাধুলার অনুপযোগী। বিষয়টি সাহস কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দৃষ্টিগোচর হয়। তারা এ বিষয়টি ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিকে অবহিত করেন। ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা বিষয়টি সাহস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোল্যা মাহাবুবুর রহমানকে অবহিত করেন। তিনি নিজস্ব অর্থায়নে বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করে দেন। এর ফলে শিশুরা এখন স্কুল মাঠে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে পারছে।

কমিউনিটির উদ্যোগে উত্তর কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ সংস্কার

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন যৌথ উদ্যোগে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ও সাহস ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর ফলে বিদ্যালয়ে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা নিজেদের উদ্যোগে সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে। এর মধ্যে উত্তর কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষটি অনেক দিন যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ছাদ দিয়ে পানি পড়ত, চুন-সুড়কি ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। যার জন্য অফিস কক্ষটি অন্য একটি ক্লাসরুমে স্থানান্তর করা হয়। এ কারণে ক্লাস পরিচালনা করতে অনেক সমস্যা হচ্ছিল। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাতাব উদ্দিন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য শ্রাবন্তী মন্ডলের সহায়তায় স্থানীয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে নগদ অর্থ, সিমেন্ট, বালি সংগ্রহ করে অফিস রুমটি সংস্কার করেন। এর ফলে ক্লাসরুমের সমস্যা সমাধান হয়েছে।

বন্শ্রী ভান্ডারী

পলোয়াখালী বিদ্যালয়ে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস চলছে

কমিউনিটির উদ্যোগের ফলে নবনির্মিত স্কুলঘর পেল পলোয়াখালী বিদ্যালয়

কমিউনিটির প্রচেষ্টায় নদীভাঙন কবলিত স্কুল পেল জমি ও চৌচালা ঘর

ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের নদীভাঙন কবলিত পলোয়াখালী গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের মুখে আবার ফিরে এসেছে প্রাপ্তির হাসি। মেঘনার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করা যায়নি পলোয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে। নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল বিদ্যালয় ভবনটি। প্রত্যন্ত গ্রামে যে বিদ্যালয় শিক্ষার আলো জ্বেলে আলোকিত করছিল কোমলমতি শিক্ষার্থীদের, সেখানে আকস্মিক নদীভাঙনের ফলে নেমে এসেছিল অমানিশার অন্ধকার। অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে গিয়েছিল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন।

তবে আশার কথা, খুব বেশি দিন এই অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাতে হয়নি শিক্ষার্থীদের। খোলা আকাশের নিচে বেশি দিন পাঠগ্রহণ করতে হয়নি তাদের। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের মুখে ফিরে এসেছে প্রশান্তির হাসি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ রুবাইয়াৎ করিম ও এসএমসি'র সভাপতি সুইটি বেগমকে সঙ্গে নিয়ে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি জিয়াউল হক মাস্টার দেখা করেন উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হেদায়েতুল ইসলাম মিন্টুর সঙ্গে। ইউপি চেয়ারম্যান ইতোপূর্বে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত বেশ কিছু কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি চেয়ারম্যানের কাছে বিদ্যালয়ের জন্য একখণ্ড জমি ও অবোকাঠামো নির্মাণের জন্য সহযোগিতা চান।

পরবর্তীকালে চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের জন্য একখণ্ড জমি বরাদ্দ পাওয়া যায়। ইউপি চেয়ারম্যান নিজেই বিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করে উক্ত জমিতে একটি তিন কক্ষবিশিষ্ট চৌচালা টিনের ঘর নির্মাণ করে দেন। আবারো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে। কমিউনিটির অংশগ্রহণের ফলে এ কাজটি দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

হারুন উর রশীদ

কমিউনিটি কার্যক্রমের ফলে বদলে যাচ্ছে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতি

নেত্রকোণা জেলাধীন পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এর ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণ বিদ্যালয়ের ছোট ছোট সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করছেন। হোগলা ইউনিয়নের পূর্বপাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ মান্ধাতার আমলের পাঠদান পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করে আসছিলেন। শিক্ষকবৃন্দ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে তারা বুঝতে পারেন মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে পাঠদান পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। তাই এখন

শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে দলীয়কাজ, আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি চালু করেছেন।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম মানিক

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd